মিত্র প্রোডাকসন্সের শ্রদ্ধাঞ্জলি

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

জন্ম-শতবর্ষে শতকোটি প্রণাম

দেশবন্ধুর জন্ম শতবর্ষে মিত্র প্রোডাকসন্সের শ্রদ্ধাঞ্জলি

# দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (প্রমোদকর মুক্ত)

পরমারাধ্যা দেশ-জননী শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে এই ছবিটি উৎসর্গ করা হলো।

পরিচালনা : **অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী** ॥ সংগীত : **হেমন্ত মুখার্জী** ॥

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : **নারায়ণ গাঙ্গুলী** ॥ প্রযোজনা : **সরোজেন্দ্র নাথ মিত্র** ॥ চিত্র গ্রহণ : **অজয় মিত্র** ॥ শিল্প-নির্দেশনা : **সত্যেন রায়চৌধুরী** ॥ সম্পাদনা : **রবীন দাস** ॥ শব্দপুনর্যোজনা ও সংগীত গ্রহণ : **সত্যেন চ্যাটার্জী** ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চ্যাটার্জী ও রবীন সেনগুপ্ত ॥ কর্মসচিব : সুখময় সেন ॥ ব্যবস্থাপনা : বিধুভূষণ দে, সুনীল দত্ত ॥ রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ সাজসজ্জা : কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ ও দাশরথি দাস ॥ কেশ বিন্যাস : শেখ্ মেহবুব ॥ আবহসংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পটশিল্প : বৈদ্যনাথ ও নবকুমার ॥ স্থিরচিত্র : শ্রী কুমার, কোয়ালিটি ফটো ষ্টুডিও কলিকাতা - ৩৬ ॥ প্রচার অঙ্কণ : এস, স্কোয়ার ॥ প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য, সুভাষ ঘোষ, ভবরঞ্জন দাস, রাম দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কাশী ও হংসরাজ। প্রচার উপদেষ্টা : **শ্রীপঞ্চানন** ॥ গীতরচনা : **দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, ও চিত্তরঞ্জন দাস** **সহকারীবৃন্দ :** পরিচালনায় : রথীশ দে সরকার, সুনীল দাস ॥ সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ॥ সম্পাদনায় : রথীশ সাহা ॥ চিত্রগ্রহণে : আশু দত্ত ॥ শিল্প নির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ শব্দ পুর্ণর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ শব্দগ্রহণে : বাবাজী, কেষ্ট ॥ রূপসজ্জায় : বিজয় ॥ পরিস্ফুটনে : তারাপদ চৌধুরী ও অবনী রায়।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত।

**কৃতজ্ঞতা স্বীকার :** শ্রীমতী অপর্ণা দেবী, শ্রীমতী কল্যাণী দেবী, শ্রীমতী স্বরূপা দাস, শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, শ্রীপার্বতী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রী আর, সি, দেব, শ্রীঅশোককুমার সরকার, শ্রী টি. এন, রুদ্র, শ্রীদিলীপ বসু (দার্জিলিং), মিঃ মাকাথে, শ্রীসুনীলকুমার মিত্র, শ্রীবিক্রমজিৎ দে, সবুজের আসর, মধ্যমগ্রাম এবং অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন প্রাঃ লিঃ

কণ্ঠ সংগীতে : হেমন্ত মুখার্জী, সমরেশ রায়, অমর রায়, সুমিত্রা মুখার্জী, গীতা সেন।

নাম ভূমিকায় : **অনিল চ্যাটার্জী**। বাসন্তী দেবী : **লিলি চক্রবর্তী**।

ভুবনমোহন দাস : হারাধন ব্যানার্জী। বিপ্লবী অরবিন্দ : নির্মল চ্যাটার্জী। সুভাষচন্দ্র : অমর দত্ত। বিপিন পাল : দীপক মুখার্জী। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় : সুব্রত সেনশর্মা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত : প্রফুল্ল রায়। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল : অমরেশ দাস। কিরণ শঙ্কর রায় : জীবন ঘোষ। কুমারকৃষ্ণ মিত্র : জীবেন বসু। নিস্তারিনী দেবী : চিত্রিতা মণ্ডল। অমলা : শমিতা বিশ্বাস। কল্যাণী : রত্না ভট্টাচার্য। ভোলা : মাঃ শঙ্কর। মতিলাল নেহেরু : অমরনাথ মুখার্জী। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ : সুবোধ মুখার্জী। কাজী নজরুল ইসলাম : কৌশিকীব্রত দত্ত। ভূপেন দত্ত : অনন্ত দে। পি. আর. দাস : সত্য ব্যানার্জী। হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ : ধীরেন হালদার। সুরেন হালদার : সমরকুমার। রাজা সুবোধ মল্লিক : বীরেন চ্যাটার্জী। ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী : আনন্দ মুখার্জী। সাতকড়িপতি রায় : রবীন ঘোষাল। আক্রাম খাঁ : পরেশ দাস। চিররঞ্জন দাশ : অশোক চ্যাটার্জী। পুলিশ কমিশনার মিঃ ম্যাকাঞ্জি : সুনীলেশ ভট্টাচার্য। মুজিবর রহমান : মধু বসু। সারদা : বিধুভূষণ দে ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী : পরিমল সেন।

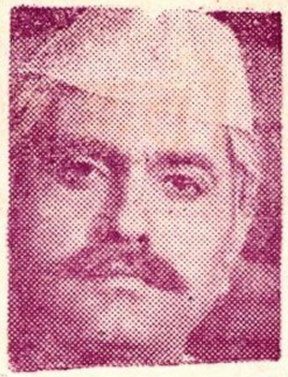

ঋণগ্রস্ত ভুবনমোহন চরম উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্তরঞ্জন দাশ, আই. সি. এস. পাশ করে ফিরে এসে তাঁকে ঋণভার ও সংসারের দায় দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্ত্রার বিধানে চিত্তরঞ্জন অকৃতকার্য্য হয়ে বারিষ্টারী পাশ করে ফিরে এলেন এবং পিতার সব বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিলেন—মায়ের আশীর্বাদে ভাই বোনেদের নিয়ে মফঃস্বল কোর্টে কোর্টে ঘুরে সংসারের ব্যয়ভার চালাতে লাগলেন এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিত কাব্যচর্চার ফলে প্রকাশিত হ'লো "মালঞ্চ"। "মালঞ্চ" নিয়ে সমাজে অত্যন্ত বাদ-বিসংবাদ—সেই দুর্দিনে চিত্তরঞ্জনের ঘরণী হ'য়ে এলেন বরদানাথ হালদারের কন্যা বাসন্তী দেবী। স্বামীর সঙ্গে সংসারের সকল কর্তব্য হাসিমুখে পালন করে চললেন বাসন্তী দেবী। পাওনাদারদের তাড়নায় ভুবনমোহন দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন—পিতার অপমানের ভার নিজের মাথায় তুলে নিলেন চিত্তরঞ্জন—পিতার সঙ্গে একসঙ্গে প্রোনোট সই করে।

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চিত্তরঞ্জন দর্শক হয়ে সমস্ত দেখলেন। তাঁর নিমন্ত্রণে বরোদা

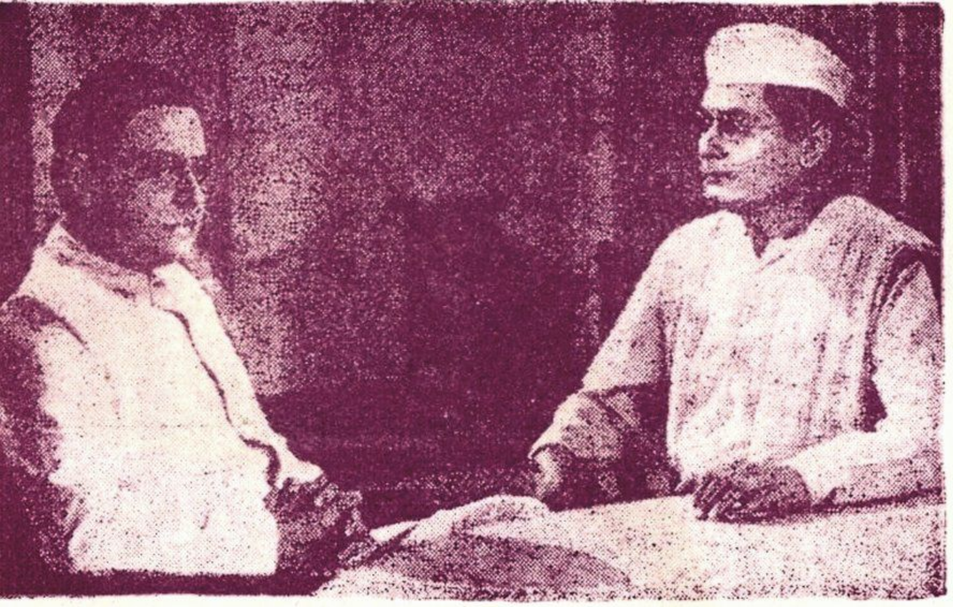

রাজ্য থেকে ছুটে এলেন শ্রীঅরবিন্দ। বাংলার তরুণদলের নেতা বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করতে উঠে দাঁড়ালেন—কবি গেয়ে উঠলেন "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান"।

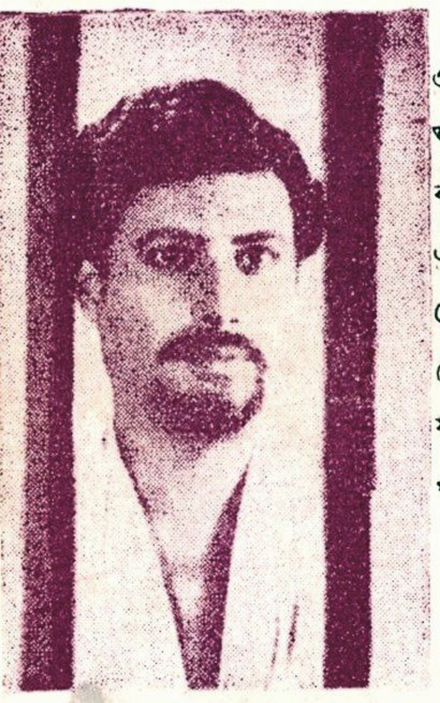

বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিল—সারা বাংলার তরুণদল এই বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ক্ষেপে উঠলো—ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী জীবন দিয়ে দেশ মাতৃকার চরণে প্রণাম রেখে গেল—মানিকতলা বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত। তাঁর সঙ্গে বারীন, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অনেকে। চিত্তরঞ্জন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে আত্মার শক্তিতে জ্যোতির্ময় অরবিন্দ এই রকম একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত থাকবেন। এই কথা তিনি সারা দেশকে তাঁর যুক্তি ও তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। প্রায় দু বছর এই মোকর্দমা চলে আলিপুর সেশন কোর্টে তখন চিত্তরঞ্জনের হাইকোর্টে সবে প্রসার জমে উঠেছে। সমস্ত ত্যাগ করে প্রায় ৫০,০০০৲ হাজার দেনা করে তিনি অরবিন্দ ও আরও অনেককে মুক্ত করলেন, উল্লাস ও বারীনের ফাঁসীর হুকুমও রদ্ করালেন। যশোলক্ষ্মী চিত্তরঞ্জনকে জয়-টিকা পরিয়ে দিলেন—পিতাকে এবং নিজেকে দেউলিয়া হতে মুক্ত করলেন সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে।

পিতা-মাতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এগিয়ে চললেন চিত্তরঞ্জন। আইন ব্যবসা ও সাহিত্যচর্চা চলে পুরোদমে, বিরামহীন ভাবে। কিন্তু রোজ রাতে ঘুম ভেঙ্গে তিনি যেন শুনতে পান কোথায় যেন বাউল গান গেয়ে ফিরছে "অভিরামের দ্বীপ চালান মা ক্ষুদিরামের ফাঁসী"। দেশমাতৃকার এই আহ্বান কি তিনি উপেক্ষা করেছিলেন—? মাসিক ৫০,০০০৲ হাজার টাকার প্রাকটিস্ কি তাঁকে বেঁধে রাখতে পেরেছিল পরিতৃপ্ত সচ্ছন্দ জীবনে—?

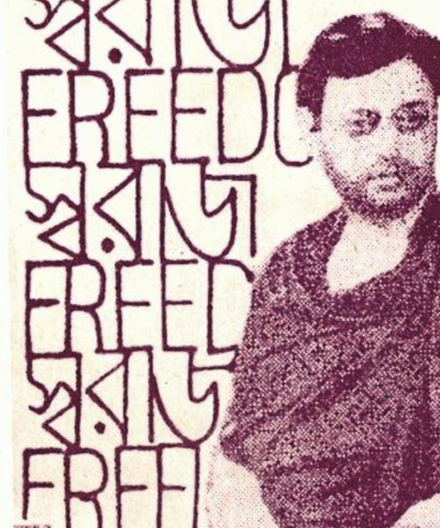


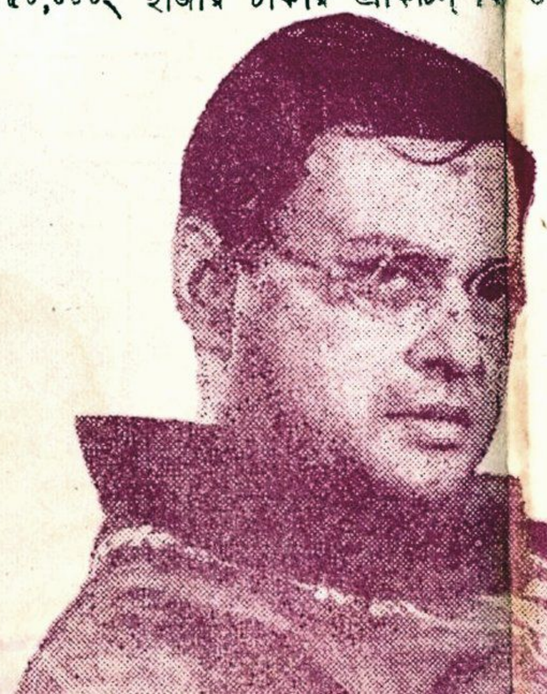

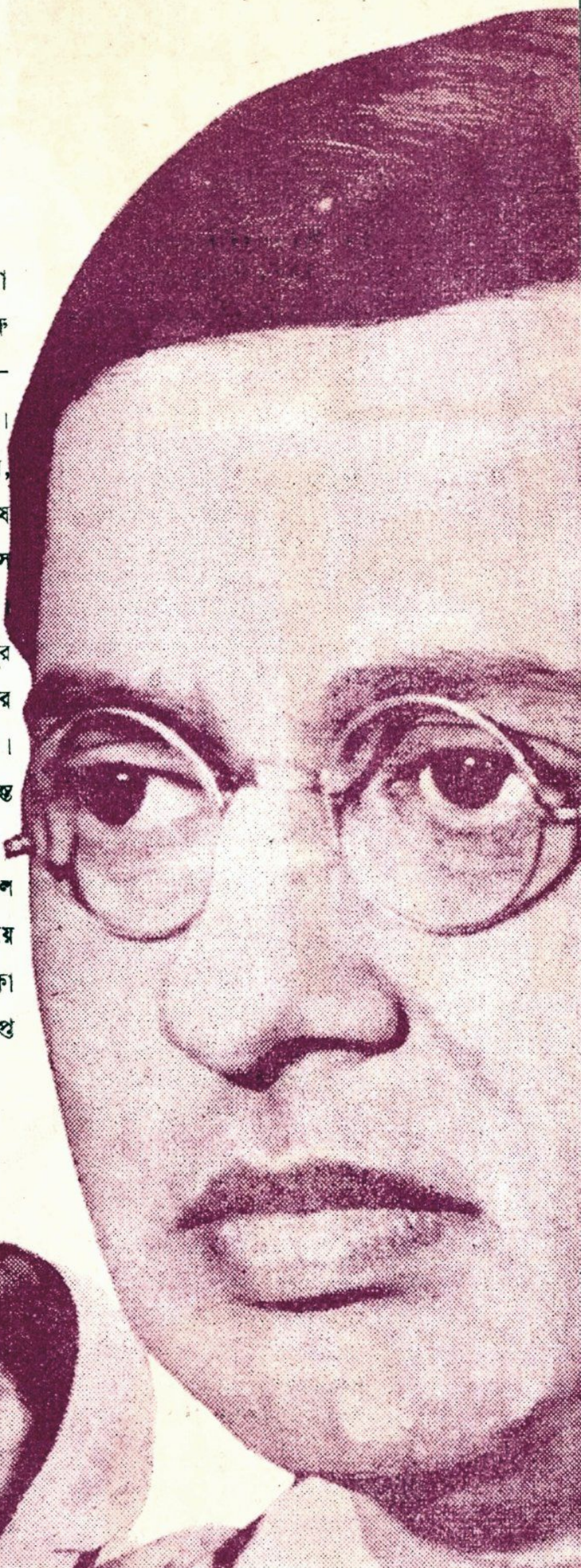

# সঙ্গীত

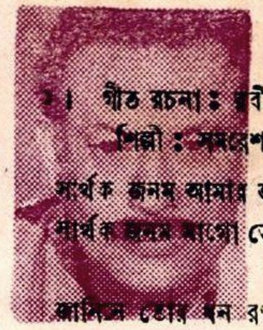

২। গীত রচনা : রবীন্দ্রনাথ
শিল্পী : সমরেশ রায়

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে
জন্মেছি এই দেশে।
জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে,
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল
কোন গগণে ওঠে চাঁদ, এমন হাসি হেসে
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়াল
ঐ আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে

৩। শিল্পী : অমর রায়

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু
পিয়া মুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশি ভেল নিরনন্দা
সোহি কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

৪। সমবেত কণ্ঠ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান

৫। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান

৬। একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
একই কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দেমাতরম।

৭। গীতরচনা : কাজী নজরুল ইসলাম
( সমবেত কণ্ঠে )

চল্ চল্ চল্
ঊর্দ্ধ গগণে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল্
উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা ঘুচাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল
নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান
আমরা আনিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।
চলরে নৌ জোয়ান
শোনরে পাতিয়া কান
মৃত্যু তোরণ দুয়ারে দুয়ারে
জীবনের আহ্বান
ভাঙ্গরে ভাঙ্গ আগল
চল্‌রে চল্‌রে চল্
চল্‌রে চল্‌রে চল্।

৮। সমবেত কণ্ঠ

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
আমি হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি

৯। সমবেত কণ্ঠ

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে
ঘিরিয়াছে আজ আঁধার ঘোর
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর
ক্ষুদিরাম গেল হাসিতে হাসিতে
ফাঁসিতে করিতে জীবন শেষ
পাপিষ্ঠ নরেনে বধিল কানাই
সত্যেন ধন্য করিল দেশ

১০। গীত রচনা : রবীন্দ্রনাথ
কণ্ঠ : সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না।
আমি ভয় করবো না ভয় করবো না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে।
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি করবো না
আমি ভয় করবো ভয় করবো না
সর্ত যাহাই ছাড়তে হবে মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলবো ভেবে পাঁকের মাঝে পড়বো না
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলবো সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে ঘরের কোনে সরবো না
আমি ভয় করবো না ভয় করবো না

১১। গীত রচনা : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
কণ্ঠ : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সহিতে নারি বোঝার ভার
আমার সকল অঙ্গ হাঁফিয়ে ওঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার

অন্যান্য চরিত্রে : ইরা মিত্র ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস ॥ রচনা ব্যানার্জী ॥ মমতা চক্রবর্তী ॥ নীলিমা চক্রবর্তী ॥ রঞ্জনা ঘোষ ॥ বেবী মুখার্জী ॥ মীনা দাস ॥ মাঃ শান্তনু ॥ মাঃ অরিন্দম ॥ মাঃ কুনাল ॥ বেবী সুপ্রিয়া ॥ রাধা ॥ মিনু ॥ ইন্দ্রজিৎ নাগ : দেবেন গাঙ্গুলী ॥ ললিত কোনার ॥ গৌর সী ॥ মণি শ্রীমানী ॥ কেষ্টধন মুখার্জী ॥ অজিত মিত্র ॥ রঞ্জিৎ চক্রবর্তী দিলীপ দে ॥ বিনয় লাহিড়ী ॥ শিবু দত্ত ॥ সত্য দে ॥ বাসুদেব পাল ॥ প্রবীর ভট্টাচার্য ॥ মনোমোহন ঘোষ ॥ সুভাষ দেব ॥ প্রভাত ঘোষ ॥ শোভেন চ্যাটার্জী ॥ তুষার ব্যানার্জী ॥ গণেশ শর্মা ॥ কেনারাম ব্যানার্জী ॥ বামাপদ মণ্ডল ॥ রবীন ব্যানার্জী ॥ পুলিনকুমার ॥ অজয় সিংহ ॥ গোপী প্রসাদ ঘোষ ॥ শরদেব রায় ॥ তারক ॥ দিলীপ গোস্বামী ॥ অমিয় ॥ অরবিদ ॥ মিলন ॥ ব্যোমকেশ ॥ অলকেশ ॥ গৌর বিরাজ ॥ মলয় ॥ সুশীল ॥ শান্তি ॥ অজিত ॥ দাশরথি ॥ রবু ॥ সুবীর ॥ রুণু ॥ মনু শশাঙ্ক ॥ রজত ॥ সত্যেন ॥ অভিজিৎ ॥ ত্রিদিব ॥ গোপীনাথ ॥ অরুণ ॥ ভানু ॥ মন্টু তরুণ ॥ সুভাষ ॥ তপন ; সুনীল ॥ পল্টু ॥ রবি ॥ কালী ॥ কাজল ॥ লক্ষ্মী ॥ ঝন্টু অমর (নারু) ॥ শিশিরকুমার ও আরো অনেকে।

॥ বিশ্ব পরিবেশনা : শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥
৮৭, লেনিন সরণি, কলিকাতা - ১৩

"এনেছিলে
সাথে করে
মৃত্যুহীন
প্রাণ
মরণে তাহাই
তুমি
করে গেলে
দান"

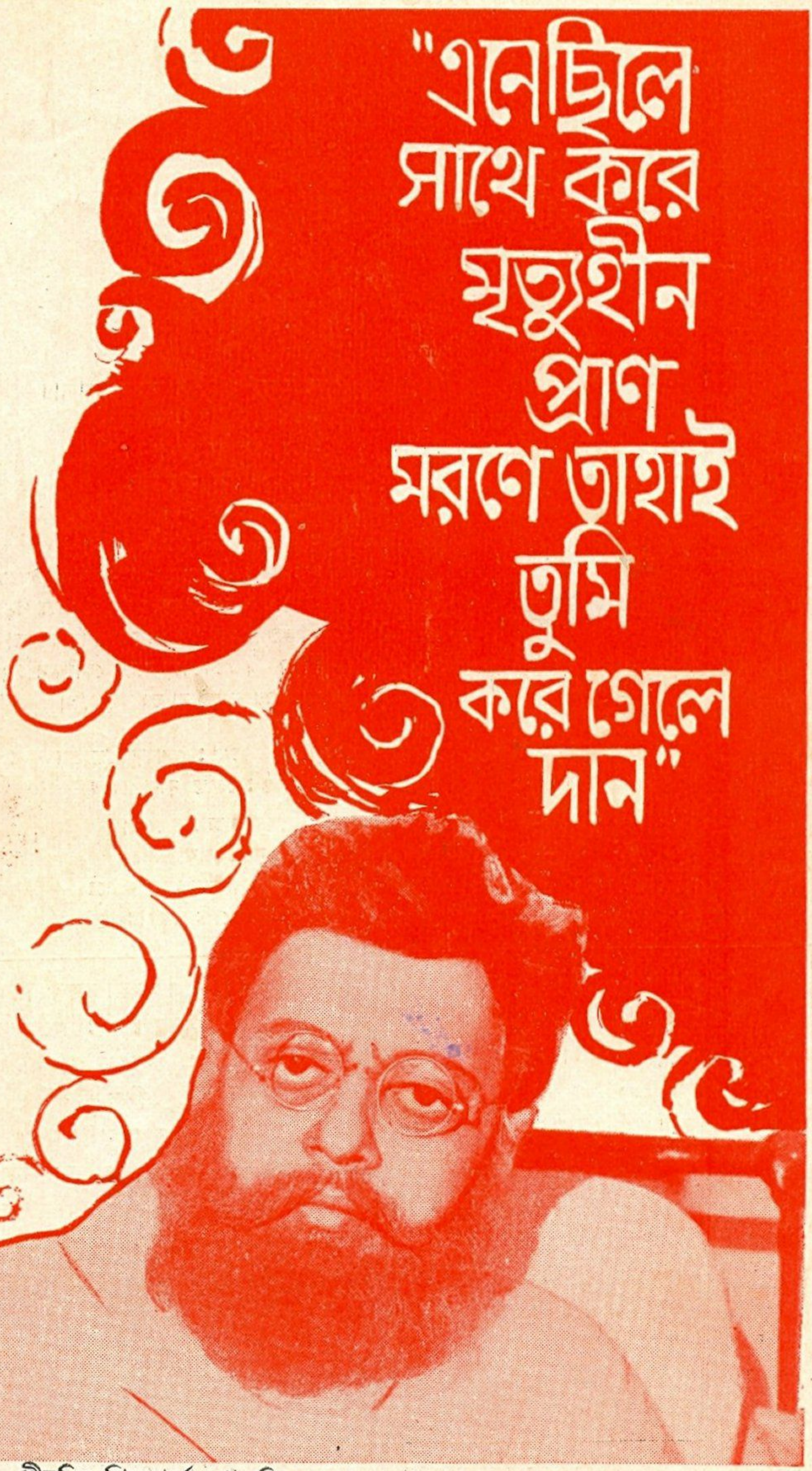



বিশ্ব-পরিবেশনা / শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ

শ্রীরঞ্জিৎ পিকচার্স প্রাঃ লিঃ-এর প্রচার দপ্তর থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণে : অনুশীলন প্রেস, কলিকাতা - ১৩॥ অলংকরণ : এস, স্কোয়ার॥
● পরিকল্পনা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●